দৈনিক সংবাদ

তারিখ ৭।১১।২০০০ পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

৪৪

কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

ছাত্রদলের সমাবেশে ছাত্রলীগের হামলা, ভিপিসহ গুলিবিদ্ধ ১০

যশোর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে শুরু করেছে। গতকাল সোমবার কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদলের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলাকালে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের হামলায় কলেজের নবনির্বাচিত ভিপিসহ ১০ জন গুলিবিদ্ধ এবং ৩০শে জন আহত হয়েছে। কলেজে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীর-সাথে কথা বলে জানা যায়, সোমবার সকাল সোয়া ১১টায় ছাত্রদল কলেজ ক্যাম্পাসে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মিছিল বের করে। মিছিলটি সমগ্র কলেজ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণশেষে কলেজের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ চলাকালে ছাত্রলীগও ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে এবং একই স্থানে সমাবেশ করার চেষ্টা করে। এ সময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী 'ধর ধর ধর বিএনপি ধর, ধরে ধরে জবাই কর' বলে শ্লোগান দিতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে ছাত্রদল সমাবেশ শেষ না করে চলে যেতে থাকলে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি, বোমা এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের নবনির্বাচিত ভিপি ফেরদৌস রহমান, ছাত্রদল জেলা সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সুমন, শহর ছাত্রদলের সভাপতি কামাল উদ্দিন, ইমতিয়াজ হোসেন পাভেলসহ ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, দলীয় ক্যাডারদের মনোনয়ন দেয়ায় গত ২৪শে অক্টোবর কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পরপর দুবার পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী ছাত্রলীগ এবার নির্বাচনে জিএসসহ কয়েকটি পদে জয়লাভ করলেও ছাত্রদল ভিপিসহ অধিকাংশ পদে জয়লাভ করে। নির্বাচনে ছাত্রলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে কলেজে অস্ত্রের মহড়া শুরু করে। এ কারণে সোমবার কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদলকে উচ্ছেদ এবং আধিপত্য বিস্তারের জন্য ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা এ হামলা চালায়।

এদিকে, কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী বুধবার থেকে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ ঘোষণা করলেও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কি না তা নিয়ে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।